



60359 - কোন কষতির শিকার না হয়ে তাবজি-কবচ থেকে মুক্ত হওয়া যায় কভাবে?

প্রশ্ন

এক লোক আমার বাসায় কাজ করে। আমার পতি তাকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, সে বদনজর আক্রান্ত। তিনি তার জন্য একটি পাথর নিয়ে এসে বললেন: পাথরটি তোমার পকেটে রাখ; যত্ন করে এটি তোমাকে বদনজর থেকে রক্ষা করে। কিছুদিন পর তার জন্য একটি কাগজ নিয়ে আসলেন সে কাগজে লেখা ছিল: ا, ب, ع, د (আরবী বর্ণ)। কাগজটির নীচে লেখা ছিল: اللامي (আল্লাহই রক্ষাকারী)। আরও কিছু অবোধগম্য লেখা, নকশা ও আঁকবুকি ছিল। আমরা এ কাগজটি থেকে মুক্ত হতে চাই। যহেতে এটি শরিয়ত অনুমোদিত নয়। কিন্তু আমরা জানি এ কষতির শিকার না হয়ে কভাবে এর থেকে মুক্ত হতে পারি। আমরা আপনাদের কাছ থেকে কিছু উপদেশে বাণী ও কল্যাণকর কথা আশা করি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

বদনজর লাগা সত্য; যমেনটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন। এর থেকে বাঁচতে হবে শরিয়ত অনুমোদিত রুকিয়া (ঝাড়ফুক) এবং প্রাত্যহিক দোয়াদুরুদরে মাধ্যমে; কবরিজ ও যাদুকররা যে কবচ দিয়ে ও তাবজি লেখে সেগুলো দিয়ে নয়। বদনজরের স্বরূপ ও বাঁচার উপায় জানতে দেখুন: 20954 নং ও 11359 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

বদনযর কথিবা যাদু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাথর বা তাবজি সাথে রাখা নষিদিহ তাবজি লটকানোর মধ্যে পড়বে। উকবা বনি আমরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একদল লোক উপস্থিত হল। তিনি দলটির নয়জনকে বাইআত করান। একজনকে বাইআত করাননি। তারা (সাহাবীরা) বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি নয়জনকে বাইআত করিয়েছেন; একে করাননি কেন? তিনি বললেন: তার সাথে কবচ রয়েছে। তখন লোকটি হাত ঢুকিয়ে কবচটি ছিড়ে ফেলল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাইআত করালেন। আর বললেন: যে ব্যক্তি কবচ লটকালো সে শরিক করল।" [মুসনাদে আহমদে (১৬৯৬৯), শাইখ আলবানী 'আস-সলিসলিতুস সাহিহা' গ্রন্থে (৪৯২) হাদীসটিকে সহিহ বলছেন]



উকবা বনি আমরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি যে, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি কবচ ঝুলাবে আল্লাহ্যনে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করনে। যে ব্যক্তি ودعة (পাথর) লটকাবে আল্লাহ্যনে তাকে স্বস্বততি না রাখনে।" [ইমাম আহমাদ (১৭৪৪০); আরনাউত হাদিসটিকে 'হাসান' বলছেন]

ودعة: শব্দটি ودع শব্দরে একবচনরে রূপ। অর্থ- সমুদ্র থেকে সংগৃহীত পাথর যা বদনযরকে প্রতহিত করার জন্য তারা ঝুলাত।

খাত্তাবী (রহঃ) বলেন: "نَمِيمَةٌ (কবচ) সম্পর্কে বলা হয় এটি এক ধরণে পুঁতি যা তারা বপিদাপদকে প্রতহিত করার জন্য লটকাতো"।

বাগাভী বলেন: تَمَائِمُ শব্দটি تَمِيمَةٌ শব্দরে বহুবচন। অর্থ- এক ধরণে পুঁতি যা বদেইনরা তাদের সন্তানদের গলায় ঝুলিয়ে দতি; বদনযর থেকে বাঁচানোর বিশ্বাস থেকে; শরিয়ত সটোকো বাতলি ঘোষণা করছে"। [আত-তারফিত আল-ইতকাদয়িয়া (পৃষ্ঠা-১২১)]

আলমেগণরে দুটো অভিমতরে মধ্যবে বশিদ্ধ অভিমিত হচ্ছো তাবজি-কবচ লটকানো হারাম; এমনকি সটো যদি কুরআন দিয়ে হয় তবুও। দেখুন: 10543 নং প্রশ্নোত্তর। আর পক্ষান্তরে, যে তাবজিে এমন বর্ণ ও অপরচিতি শব্দাবলী রয়েছে সে সব তাবজি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভদে নাই। সগেলো যাদু হওয়া বা জ্বনিকে ব্যবহার করা থেকে নিরাপদ নয়।

তনি:

কোন তাবীয-কবচ ও যাদুকর্ম পাওয়া গলে সটো থেকে মুক্তি লাভরে উপায় হল যদি এতে গাঁট থাকে তাহলে সগেলো খুলে ফলো। এর অংশগুলোর একটিকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা। এরপর পুড়িয়ে বা অন্য কোনভাবে সগেলোকো ধ্বংস করে ফলো। যহেতে যায়দে বনি আরকাম (রাঃ) এর হাদসিে সাব্যস্ত হয়েছে যে, "এক ইহুদী লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে আসত এবং তনি তাকে নিরাপদ মনে করতনে। সেই লোক তাঁকে যাদু করার জন্য সুতাতে গাঁট দিয়ে সটো জনকৈ আনসারী সাহাবীর কূপে রেখে দিয়ে। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুদিন অসুস্থ থাকনে। আয়শো (রাঃ) এর হাদসি অনুযায়ী: ছয়মাস। এরপর দুইজন ফরেশেতা তাঁকে দেখতে এল। তাদের একজন তাঁর মাথার কাছে বসল। অপরজন তাঁর পায়রে কাছে বসল। তাদের দুইজনরে একজন বলল: তুমি কি জান তাঁর অসুখটা কী? সে বলল: অমুক লোকটি যে তাঁর কাছে আসত সেই লোক তাঁর জন্য সুতায় গাঁট মরে (যাদু করে) অমুক আনসারীর কূপে ফলে দিয়েছে। তনি যদি সেই গাঁটরে সুতাটি উঠানোর জন্য লোক পাঠান সে দেখতে পাবে যে, কূপরে পানি হলুদ হয়ে গেছে। এরপর তাঁর কাছে জব্রাইল (আঃ) আসলনে এবং সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস নাযলি করলনে। তনি বললনে: জনকৈ ইহুদী লোক আপনাকে যাদু করছে। ঐ যাদুকর্মটি অমুক লোকরে কূপে আছে। বর্ণনাকারী বলেন: তখন তনি আলী (রাঃ) কে পাঠালনে। তনি গিয়ে দেখলনে কূপরে পানি হলুদ হয়ে গেছে। তনি সুতাটি উঠালনে এবং সটো নিয়ে হাযরি হলনে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে



একটুকর আয়াত পড়তে গাটগুলো খোলার আদর্শে দেন। তিনি আয়াত পড়তে পড়তে গাট খুলতে লাগলেন। যখনই কোন একটুকর গাট খোলা হত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা হালকা বোধ করতেন। এভাবে তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠেন। "[আলবানী 'সলিসলিাতুস সাহিহা' গ্রন্থে (৬/৬১৫) হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং হাদিসটিকে হাকমে (৪/৪৬০), নাসাঈ (২/১৭২), আহমাদ (৪/৩৬৭) ও তাবারানীর হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেন।]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন: "যাদুকর (কবরিরাজ) যত তদবির করছে সতী খুঁজে বের করতে হবে। উদাহরণতঃ যদি জানা যায় যে, সে কিছু চুল কোন এক স্থানে রেখেছে কিংবা চরিনীতে রেখেছে কিংবা অন্য কোথাও রেখেছে; যদি জানা যায় যে, সে অমুক স্থানে রেখেছে তাহলে ঐ জনিসিটি সে স্থান থেকে সরিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে ও ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এর ফলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে এবং যাদুকর যা করতে চেয়েছে সতী ভণ্ডুল হয়ে যাবে।" মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতস্ শাইখ বনি বায (৮/১৪৪)]

আপনার বাবার কাছে যে কাগজটি আছে সতী মুক্ত হতে হবে ঐ কাগজটি ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলার মাধ্যমে। এর সাথে আপনার বাবাকে তাবজি ঝুলানো ও তাবজির সাথে সম্পৃক্ত থাকার গুনাহ থেকে তওবা করার উপদেশ দিতে হবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।